দৈনিক ইত্তেফাক 05
তারিখ 27 JUN 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সূর্যাস্ত আইন ॥ পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ নিয়া সিন্ডিকেটে মতানৈক্য

রেজানুর রহমান ॥ ছাত্রীদের অধিকার সম্পর্কিত পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ নিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছে। কমিটি সুপারিশ করিয়াছে, ছাত্রীরা রাত ৯টার মধ্যে আবাসিক হলে ফিরিতে পারিবে। হলের বাহিরে থাকার প্রয়োজন হইলে স্থানীয় অভিভাবকের অনুমোদন বা চিঠির প্রয়োজন হইবে না। সম্প্রতি সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় এই সুপারিশ নিয়া ব্যাপক আলোচনা হয় এবং সুপারিশমালা পুনরায় পর্যালোচনা করার জন্য ৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। মূলতঃ সূর্যাস্ত আইন বাতিলের দাবী তুলিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলের ছাত্রীরা আন্দোলন শুরু করে। তাহাদের মূল দাবী হইল ঃ *(১১শ পৃঃ দ্রঃ)*

সূর্যাস্ত আইন

(১ম পৃঃ পর)

হলের বাহিরে অবস্থানের জন্য স্থানীয় অভিভাবকের অনুমতি ও স্বাক্ষরের বাধ্য-বাধকতা তুলিয়া দিতে হইবে। দেরীতে হলে ফেরার ক্ষেত্রে আবেদনপ্রথা এবং প্রতি সন্ধ্যায় হাজিরা প্রথা তুলিয়া দিতে হইবে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী খোলা রাখা পর্যন্ত সকল ছাত্রী হলের গেট খোলা রাখিতে হইবে। ছাত্রীদের এই দাবীর প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশিষ্ট নারী সংগঠনের নেত্রীদের সমন্বয়ে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি অভিভাবকদের নিকট একটি প্রশ্নমালা প্রেরণ করেন এবং অভিভাবকদের মন্তব্য সংগ্রহ করেন। আন্দোলনরত ছাত্রীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়দেরডাকা হইলেও কোন ছাত্রী নেত্রীই কমিটির নিকট খোলাখুলি মতবিনিময় করেন নাই। সম্প্রতি পর্যালোচনা কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছে। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে : ছাত্রী হলসমূহের প্রধান গেট গ্রীষ্মকালে রাত ৮টা এবং শীতকালে সন্ধ্যা ৭টায় বন্ধ হইবে। হল গেট বন্ধ হওয়ার সময় ঘন্টা বাজানো যাইবে না। যাহারা গেট বন্ধের সময়ে বাহিরে থাকিবে তাহাদের জন্য রাত ৯টা পর্যন্ত হলে প্রবেশের ব্যবস্থা থাকিবে। রাত ৯টার পরে হলের বাহিরে থাকার প্রয়োজন হইলে বা রাতে হলে ফিরিতে না পারিলে হল কর্তৃপক্ষকে কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে জানাইয়া যাইতে হইবে এবং ফিরিয়া আসিয়া গেট বুকে লিখিতে হইবে। এই ব্যাপারে স্থানীয় অভিভাবকের অনুমোদন বা চিঠির প্রয়োজন হইবেনা। প্রত্যেক আবাসিক ছাত্রীর ঢাকা শহরে নির্দিষ্ট ঠিকানাসহ একজন স্থানীয় অভিভাবক বা সংযোগ রক্ষাকারী ব্যক্তি থাকিবেন। ভর্তির সময় নির্ধারিত ফরমে আইনানুগ অভিভাবক উক্ত ব্যক্তির নাম, ঠিকানার অনুমোদনসূচক স্বাক্ষর দিবেন। হল গেট বন্ধ হওয়ার পর গ্রীষ্মকালে রাত ৮টা এবং শীতকালে সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত ৯টার মধ্যে ছাত্রীদের হাজিরা নেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে। সপ্তাহে অন্ততঃপক্ষে ৩ দিন হাজিরায় উপস্থিত না হইলে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

সিন্ডিকেটের সভায় যে বিষয়টি নিয়া বিশেষ করিয়া প্রশ্ন তোলা হয় তাহা হইল, কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী হলের একটি মেয়ে সারারাত হলের বাহিরে থাকিতে পারিবে অথচ হল কর্তৃপক্ষ ও লোকাল গার্ডিয়ানের অনুমতি লাগিবে না। এমনকি স্থানীয় অভিভাবককে না জানাইলেও চলিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই গ্রাম হইতে আগত। অভিভাবকেরা কর্তৃপক্ষের উপর ভরসা করিয়াই মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে পাঠান। অথচ কর্তৃপক্ষ তাহাদের দেখাশুনার ব্যাপারে ভূমিকা রাখিতে না পারিলে তাহাদের হলে রাখিবার স্বার্থকতা কি? কেউ কেউ প্রশ্ন তুলিয়াছেন, আমাদের দেশের কোন অভিভাবক চাহিবেন তাহার মেয়ে হলের বাহিরে সারারাত কাটাইবে অথচ কাহাকেও কিছু জানাইবে না। এমন কথাও উঠিয়াছে, ছাত্রীদের আন্দোলনের প্রধান শক্তি যোগাইতেছে হলে থাকে অথচ ছাত্রী নয় এমন বাহিরের মেয়েরা। অভিভাবকদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলিয়াছেন, যাহারা সুপারিশ করিয়াছেন, স্থানীয় অভিভাবকের সম্মতি ছাড়াই ছাত্রীরা হলের বাহিরে থাকিতে পারিবে তাহারা কি তাহাদের সন্তানের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি মানিয়া নিবেন?

উল্লেখ্য, সূর্যাস্ত আইন বাতিলের দাবী তুলিয়া ছাত্রীদের আন্দোলন শুরু হইলেও এই আইনের কোন অস্তিত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই। ছাত্রীরা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর উদাহরণ তুলিয়া হলে ফিরার শেষ সময় রাত ৯টা দাবী করিলেও সন্ধ্যার পর লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করে এমন ছাত্রীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীয়ান মোফাখারুল ইসলাম বলেন, শুধু ছাত্রী নয় সন্ধ্যার পর লাইব্রেরীতে ছাত্রদের উপস্থিতিও কম থাকে।

ছাত্রী আন্দোলন সম্পর্কে ছাত্রী হলের প্রভোষ্টরা কোন কথা বলিতে নারাজ। পর্যালোচনা কমিটির আহ্বায়িকা সুফিয়া আহমেদের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, 'এই ব্যাপারে আমি কিছুই বলিব না।' ভিসি প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমদ বলেন, পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করিয়া দেখার জন্য সিন্ডিকেটের সভায় ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করা হইয়াছে। যথাশীঘ্র সম্ভব এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করিবে। ইহার পূর্বে কিছুই বলিতে চাই না।